GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182 Jd
Book No. 80.15

N. L. 38.
MGIPC—S4—38 LNL/56—22-5-57—50,000.

NATIONAL LIBRARY

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna will be charged for each day the book is kept beyond a month.

N. L. 44.
MGIPC—83—19 LNL/57—21-11-57—20,000.

182. Jd. 80. 15.

THE RAMAYUNU,

A POEM:

IN FIVE VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KIRTEE BASS.

VOL. III.

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS,

1802.

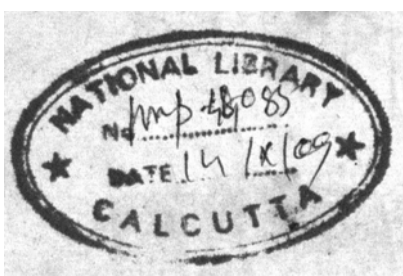

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 48085
DATE 14/IX/09
CALCUTTA

বাল্মীকিকৃত

রামায়ণ

মহাকাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।

চতুর্থ কাণ্ড।

College of Fort William

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।
১৮০৩।

کتاب کالج فورٹ ولیم
किताब कालिज फ़ोर्ट विलियम
পুস্তক কালেজ ফোর্ট উলিয়ম

রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

অথ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড মভি লিখ্যতে।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং। রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।

অনাথ হৈয়া দুই ভাই বেড়ান দণ্ডকে
সহায় করিতে যান বানরকটকে।

দুই ভাই উঠেন গিয়া পর্ব্বতশেখরে
সম্ভ্রম পাইল বড় পঞ্চ বানরে।
সুগ্রীব বলে আইসে দুই জন ধানকী
এ পর্ব্বত ছাড়িয়া চল আর পর্ব্বতে থাকি।
বুদ্ধির সাগর বালি রাজা নানা বুদ্ধি আছে
আমায় মারিতে বালি দুই বীর পাঁচে।
সুগ্রীবের বচনে বানর বুক নাই ধরে
লাফেং পড়ে কেহ বড় গাছের ডালে।
কোন গাছ সহিতে নারে বানরের আস্ফাল
ফলে ফুলে ভাঙ্গে কত শালগাছের ডাল।
বনজন্তু যত আছে পর্ব্বতশেখরে
সিংহ মহিষ যত পলায় উচ্চৈঃস্বরে।
হনুমান বলে রাজা না হইও চিন্তিত
বালি রাজায় না দেখিয়া কারে তোমার ভীত।
বানর চঞ্চল জাতি লোক উপহাসে
রাজা চঞ্চল হৈলে অধিক দোষ আইসে।
আমি গিয়া জানিয়া আসি কোথাকার বীর
ভাল মন্দ না জানিয়া হইলা অস্থির।

সুগ্রীব বলে দুই জন বেশে তপস্বী
তপস্বী হৈয়া অস্ত্র বিরে মনে ভয় বাসি।
তপস্বির বেশ হইবে রাজার কুমার
ঝাট চল হনুমান করহ বিচার।
রাজার আজ্ঞায় চলে হনু তপস্বির বেশে
পরম গৌরবে গিয়া দুই ভাই সম্ভাষে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিলেন প্রথম সিকলি।
রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি
অনায়াসে উদ্ধার হৈবে মুখে বল হরি।

তপস্বিবেশে হনুমান দেখে দুই জন
তপস্বির বেশ ধরি করে সম্ভাষণ।
হনুমান বলে হেন দেখি রাজার কুমার
হাতে ধনুক বাণ দেখি তপস্বী আকার।

চন্দ্র সূর্য্য জিনি কর্ণ বেড়াও ভূমিতলে
তোমা দুই ভাইর রূপে পর্ব্বতখান জ্বলে।
কিকারনে কোথা হৈতে এথায় গমন
বিশেষিয়া কহ মোরে ইহাঁর কারন।
সুগ্রীব নামে বানররাজ সর্ব্ব লোকে জানি
হনুমান নাম মোর তাহার পাত্র গনি।
তোমার সঙ্গে মৈত্রীতে সুগ্রীবের অভিলাষ
তেকারনে আইলাম তোমা দোঁহার পাশ।
রাম বলেন লক্ষ্মন শুন আমার বচন
সুগ্রীবের পাত্রসনে কর সম্ভাষন।
এতেক কহিল যদি কমললোচন
পরিচয় দেন তাঁরে বীর লক্ষ্মন।
লক্ষ্মন বলে দশরথ রাজা সর্ব্ব লোকে জানি
দশরথের পুত্র আমি শ্রীরাম জ্যেষ্ঠ গনি।
বাপের সত্য পালিতে আইলাম তিন জনে
শূন্য ঘরে সীতা পাইয়া নিলেক রাবনে।
সিদ্ধ পুরুষে আমা দোঁহায় কহিল উপদেশ
সুগ্রীব হৈতে তোমা দোঁহার খণ্ডিবেক ক্লেশ।

কতবার বুঝা আইলেন রামসম্ভাষণে।
বানর সম্ভাষিতে রাম বেড়ান বনে২।
দুই ভাই বেড়াই মোরা সুগ্রীব উদ্দেশে
আমা দোঁহা লৈয়া যাহ সুগ্রীবের পাশে।
হনুমান বলে সুগ্রীব ভেটিবে দুই জনে
দুই ভাই তুষ্ট হৈলে সুগ্রীবসম্ভাষনে।
সুগ্রীবের রাজ্য নাই নাই তার নারী
বালি রাজা রাজ্য নিলেক সুগ্রীব দেশান্তরী।
তোমা সহায়ে সুগ্রীব পাইবে রাজ্যভার
সুগ্রীব করিবে তোমার সীতার উদ্ধার।
রাজ্য হারাইয়া সুগ্রীব বেড়ায় বনে২
রাজ্যসুখ পাবে সুগ্রীব তোমাদরশনে।
রাম বলেন হনুমান করহ গমন
সুগ্রীবের সনে মোর করাহ সম্ভাষন।
এত শুনি হনুমান গেল আগুয়ান
সকল কথা কহে বীর সুগ্রীবের স্থান।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আছে বানর পঞ্চ জনে
হনুমান বার্ত্তা কহে সুগ্রীব রাজা শুনে।

বানরমূর্ত্তি চাত রাজা কুৎসিত আকার
মনুষ্যরূপ বীর যেন দেখিতে সুসার।
পাদ্য অর্ঘ্য লহ তুমি অতিথিব্যবহার
রামচন্দ্র মিত্র হৈলে দুঃখ নাই আর।
দশরথ রাজা সর্ব্ব লোকেতে প্রশংসে
বাপের সত্য পালিতে আইল বনবাসে।
রামের অনুজ ভাই নাম তার লক্ষ্মন
সীতা নামে রামের স্ত্রী নিলেক রাবন।
স্ত্রীর শোকে রাম তোমার বৈশয়ে শরন
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কর রামসম্ভাষন।
শুভ দিন হৈল তোমার বিধি অনুকুলে
কোথাকার গুননিধি কোথা হৈতে মিলে।
এত দিনে হৈল তোমার দুঃখ বিমোচন
নারায়ন আইলেন তোমার সম্ভাষন।
তপ্ত কাঞ্চন যেন দক্ষিনাবর্ত্ত শিখা
পুর্নব্রহ্ম সনাতন তোমারে করেন দেখা।
এতেক বলিল যদি বীর হনুমান
হাত বাড়াইয়া চাঁদ পায় এমন হৈল জ্ঞান।

এতেক শুনিয়া সুগ্রীব আপনা পাসরে
ফল ফুল লৈয়া গেল শ্রীরামগোচরে।
বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিবীতালিঙ্গন
শুভক্ষণে গেল রাজা শ্রীরামদরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সুগ্রীব ফল ফুলের ডালি
রামের পায়ে পড়ে রাজা আওদড় চুলি।
স্ত্রী হারাইয়া গোসাঞি হৈয়াছ বিকল
হনুমান পাত্র মোরে কহিল সকল।
সকল কথা আমারে কহিল হনুমান
রাবণ দুষ্ট দিলেক আইলে মোর স্থান।
হনুমান কহিল গোসাঞি করিবেন মিত
হনুমানের বাক্যে মোর না হয় প্রতীত।
হনুমান যাহা বলিল সরূপ যদি হয়
ডাহিন হাত দেহ মোরে তবেত বিস্ময়।
তবেসে হইল মোর ভাগ্যের উদয়
আমার সনে মৈত্র করিবেন রাম মহাশয়।
বানর পশু জাতি আমি বেড়াই বনে২
আমার মিত হইবেন আপনি নারায়ণে।

যদি প্রভু রঘুনাথ মোরে হয় দয়া
ডাহিন হাত দেহ মোরে দিয়া পদছায়া।
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কমললোচন
বানরেরে হাত দেন আপনি নারায়ন।
কত কোটি তনু সুপ্রিং তপস্যা করিল
তেঁইসে রামের পদ্দ দরশন পাইল।
পরম দয়াল রাম গুনের নাই সন্ধি
যার গুনে বনের বানর হইল বন্ধি।
বানরেরে হাত দিতে না হইল বিমর্ষ
দক্ষিন হাত বাড়াইয়া দিল পরম হর্ষ।
তপস্বিবেশ ছাড়ি হনুমান হইল বানর
দুইখান কাষ্ঠ আনে বাছিয়া তাগর।
দুই কাষ্ঠ ঘসিতে তাহে বির্ম্ম অগ্নি জ্বলে
অগ্নি স্বাক্ষী করি দোঁহে মিতাং বলে।
দোঁহে দোঁহার শত্রু মারিয়া উদ্ধার কর নারী
অগ্নি স্বাক্ষী করিয়া এইখানে সত্য করি।
বিধাতানির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন
বানরসনে সত্য করেন রাম নারায়ন।

সভা হইতে সুগ্রীবের অধিক কপাল
মিতালি করিল রাম পরম দয়াল।
হরষিতে দুই মিতে কথাবার্ত্তা কহে
চক্ষু না নিমিষেন রাম দোঁহার মুখ চাহে।
যে শুনে ভনে রামের মিতমিতালি
সুগ্রীব রাজা হেন তার বাড়ে ঠাকুরালি।
সুগ্রীব বলে হনুমান কহিল আমারে
শুন্য ঘরে সীতা পাইয়া নিল লঙ্কেশ্বরে।
পঞ্চবানর আমরা পর্ব্বতের ওপর বসি
রাবনের রথে দেখিলাম পরম রূপসী।
হাত পা আছাড়ে কন্যা কঙ্কনের ঝনঝনি
গরুড়ের মুখে যেন ছটফটায় সাপিনী।
গলার ওড়নী ফেলায় গায়ের অভরন
কোথা গেল প্রভু রাম দেবর লক্ষ্মন।
অনুমানে বুঝিলাম গোসাঞি তোমার নারী
যত্ন করি রাখিয়াছি অভরন ওড়নী।
তোমার আজ্ঞা পাইলে গোসাঁঞি আনিব এখন
হয় নয় চিন মিতা সীতার অভরন।

রাম বলেন চলহ মিতা আমার সন্নিধান
সীতার অভরণ দেখাও রাম মোর প্রাণ।
অভরণ আনে সুগ্রীব শ্রীরামের বোলে
কান্দিতে লাগিল রাম অভরণ করি কোলে।
আছাড় খাইয়া পড়েন রাম যান গড়াগড়ি
সীতাং করিয়া রাম ঘন ডাক ছাড়ি।
সেই অভরণ সীতার সেই ওত্তরী
আমারে সন্দেশ দিয়া গেল সীতা সুন্দরী।
কাহার হীন জন নিলায় কাহার শাসন
কোন দোষে সীতা মোরে হৈল অদর্শন।
কহং সুগ্রীব রাজা তুমি আমার মিত
প্রানের সীতা মোর রাবন নিল কোন ভিত।
হেন রূপ যৌবন যতিল কার হাতে
হিয়া হরন নাই যায় অধিক মনোব্যথে।
সর্ব্বক্ষন পোড়ে সীতার শোকে আগুনি
কোথা গেলে পাইব সীতা চন্দ্রবদনী।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে রাবন যথা বৈসে
রাক্ষস বলিয়া আমি না রাখিব তার বংশে।

ত্রিভুবনে জানে মোর ধনুকের ছটা
বাণেতে পোড়াব রাক্ষস না থোব একগোটা।
ধূলা ঝাড়িয়া সুগ্রীব রাজা শ্রীরামেরে তোলে
না কান্দ২ করিয়া রামকে করিল কোলে।
অশেষ প্রকারে সুগ্রীব রামকে বুঝান
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত অদ্ভুত নির্ম্মাণ।

রামনাম জপ ভাই আর সকল মিথ্যা
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম রামের নাম বিনা বৃথা।
মৃত্যুকালে একবার যদি রাম বলিয়া ডাকে
বিমানে চড়িয়া স্বর্গে যায় যম দাঁড়ায়ে দেখে।
এমন রামের নাম কে দিবে তুলনা
যাঁর পায়ে পাষাণ মনুষ্য নৌকা হৈল সোনা।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ণ শুনে।

রামনাম লইতে ভাই না করিহ হেলা
ভবসাগরে তরিবে রামনামে বান্ধ ভেলা।
অনাথবন্ধু রঘুনাথ ভুবনমোহন লীলা
বনের বানর বন্ধি জলে ভাসে শিলা।
রামজন্ম হৈতে ছিল ষাঠি হাজার বৎসর
অনাগতপুরান রচিল মুনিবর।
বাল্মীকি বন্দিয়া কীর্ত্তিবাস বিচক্ষণ
শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ন।
রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি
রামচন্দ্র ভজ ভাই মুখে বল হরি।

কুল শীল বিক্রম তার না জান ভালমতে
কোন দেশে বৈসে রাবন গেল কোন ভিতে।
যথাতথা যাওক তার নাহিক প্রমান
সৎসারের বানর লৈয়া বধিব পরান।
না কান্দহ পিতা মনে দেহ ধৈর্য্য
মানুষ নহ আপনি তুমি দেব চন্দ্রমা।

যথাতথা যাওক সেই পাপিষ্ঠ রাবণ
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধু জন।
কান্দিতেং মিত্রা অধিক বাড়ে শোক
শোকে কাতর হৈলে মিত্রা মন্দ বলে লোকে।
রাজ্য হারাইলাম আমি হারাইলাম নারী
বনের পশু হৈয়া মিত্রা এতেক পামরি।
তুমি মিত্রা হইয়াছ ত্রিভুবনপূজিত
স্ত্রীনাগিয়া কান্দ মিত্রা নহেত উচিত।
মিথ্যা না বলিব মিত্রা অগ্নি করিয়াছি সাক্ষী
আমি উদ্ধারিব তোমার সীতা চন্দ্রমুখী।
অশেষ পুকারে রাজা দিল পাতিয়ান
সীতা উদ্ধারিব আমি না হইবে আন।
এতেক বলিল যদি সুগ্রীব রাজন
বলিতে লাগিল রাম কমললোচন।
বন্ধু বান্ধব মিত্রা মরে যত লোক
সভার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক।
স্ত্রী লৈয়া সর্ব্ব লোক পালয়ে সংসার
স্ত্রী হৈতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার।

গয়ায় পিণ্ড দান করি করয়ে উদ্ধার
পুত্র হৈতে উদ্ধার হয় এ তিন সংসার।
অশেষ প্রকারে মিতা বুঝাইলে আমায়
স্ত্রীর শোক মিতা কভু পামরা না যায়।
স্ত্রীর শোক বড় মিতা বলিলাম তোমার কাছে
সীতা উদ্ধার কর মিতা তবে প্রাণ বাঁচে।
সুগ্রীব রামের তরে করিল পাতিয়ান
কীর্ত্তিবাস রচিল গীত অমৃতসমান।

রাম বলেন প্রীতি পাইলাম তোমার বচনে
হেন শোকের সময় বুদ্ধি দেয় কোন জনে।
আপনি দেখিলে মিতা আমার যত ক্লেশ
অবশ্য করিবে মিতা সীতার উদ্দেশ।
আমা হৈতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন
সেই কর্ম্ম মিতা তোমার করিব সাধন।
সুগ্রীব বলেন সুস্থির হও তুমি চিত্তে
আমার যত দুঃখকথা কহিব সাক্ষাতে।

বসিবার আসন সুগ্রীব চায় চারিভিতে
শালগাছ আনে রাজা ফল ফুল পাতে।
দুই মিত্র বসিল যবুর সম্ভাষণ
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসিল লক্ষ্মণ।
সুগ্রীব বলে বালি রাজা বিক্রমে প্রবীণ
রাজ্য নিল স্ত্রী নিল করিল অপমান।
এই পর্ব্বতে থাকি গোসাঞি নিদ্রা নাই রাতি
তোমা বিনা রঘুনাথ আমার নাই গতি।
হাসিতে লাগিল রায় ত্রৈলোক্যসুন্দর
বালি রাজা মারিয়া তোমার ঘুচাইব ডর।
আমার স্ত্রী তোমার রাজ্য যেবা জন হরে
আমার কোপে পড়িলে যাবে যমের দ্বারে
ভাইং তোমরা কেন হইল বিষম্বাদ
কোন কার্য্যে মিত্র তোমার পড়িল প্রমাদ।
সুগ্রীব বলে ভাইং বিরোধি নাই আনি
ভাইভাই বিবাদের শুনহ কাহিনী।

অক্ষয় নামে রাজা ছিল সূর্য্যের প্রতাপ
সেই রাজা ছিল মিতা আমা দোঁহার বাপ।
কত কাল রাজ্য করিয়া পিতা গেল স্বর্গ
ভাইং রাজা করিতে আইল পাত্রবর্গ।
জ্যেষ্ঠ ভাই বালি রাজা বিক্রমে সাগর
ধর্ম্মে কর্ম্মে বালি রাজা পরম তৎপর।
সকল মন্ত্রী মিলিয়া তারে দিল রাজ্যভার
বালি রাজা দিল মোরে সকল অধিকার।
বড় প্রীত দুই জনে শুনহ কাহিনী
দুইভাই বিষম্বাদ কভু নাই জানি
বিধাতানির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন
বিবাদের কথা শুন কমললোচন।
প্রীত করিয়া দুই ভাই করি রাজ্যখণ্ড
হেনকালে বিধাতা মোরে পাড়িল পাষণ্ড।
মায়াবী দুন্দুভি অসুর দুই সহোদর
মহিষরূপে সংসার জিনে ব্রহ্মার পাইয়া বর
দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ ভাই মায়াবী নাম ধরে
দুই ভাই রাত্রে আসি যুঝিতে হাঁকারে।

যুঝিবারে যায় বালি সভার নিষেধে
পাছু ধাইয়া যাই আমি ভাই অনুরোধে।
প্রাণ লৈয়া পলায় দানব দুই ভাইয়ের গন্ধে
পলাইতে মূল নাহি বালি রাজার ক্রোধে।
চন্দ্র আলো করিয়াছে যাই দেখাদেখি
সুলগ্নে প্রবেশ করে দানব পাতকী।
বালি বলে সুগ্রীব থাক সুলগ্নিদ্বারে
দানব মারিয়া যাব না আইসি ঘরে।
আমি কহিলাম পলাইল হৈল নিশুদ্দেশ
সংশয়স্থানে ভাই তুমি না কর প্রবেশ।
পায় পড়ি বলিলাম তবু বোল নাহি ধরে
সুলগ্নি প্রবেশ করে দানব মারিবারে।
বারে২ নিষেধিলাম না শুনে উত্তর
প্রবেশ করিল গিয়া পাতালভিতর।
দানব চাহিয়া বেড়ায় এক বৎসর
বৎসরেকে দানব মারে বালি বানর।
ঝলকে২ রক্ত বহে বিস্মুকি২
বড় পাতর দিয়া আমি দ্বারখান ঢাকি।

সুলঙ্গিদ্বার আঁটি আমি বড়২ পাতরে
বালি মারিয়া দানব পাছে মোরে মারে।
বৎসরেকে না আইল জীবন সংশয়
সভে বলে বালির মরণ হইল নিশ্চয়।
ভাই২ বলি আমি কাঁন্দিলাম বিস্তর
বালিহেন ভাই মোর মরিল সহোদর।
বালিধর্ম্ম ক্রিয়া করিলাম শাস্ত্রবিধানে
আমারে করিল রাজা সব পাত্রগণে।
তার পর দানব মারিয়া ঘরে আইল বালি
মোরে রাজা দেখি বালি কোপে পাড়ে গালি।
পাত্র মিত্র বন্ধু বান্ধব আনে সভাকারে
সভার আগে গালি দেয় আমাকে ত্রস্কারে।
দানব মারিতে আমি পশিলাম পাতালে
সুলঙ্গিদ্বারে থুইয়া গেলাম সুগ্রীব চণ্ডালে।
পাতর দিয়া সুগ্রীব সুলঙ্গিদ্বার রোধে
রাজমহাদেবী হরে শৃঙ্গারের সাধে।
ছত্র দণ্ড নিলেক মোর নিলে মহাদেবী
হেন পাতকির ভার বহিয়াছে পৃথিবী।

বৎসরেকে দানব মারিয়া নেওটিলাম ঘরে
সুগ্রীব২ ডাক ছাড়ি সুলঙ্গের দ্বারে।
অনেক ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর
লাথির চোটে ঘুচাইলাম সুলঙ্গপাতর।
সহোদর ভাই হইয়া করিল দারুন
পাতরখান বিস্তার বড় পঞ্চাশ যোজন।
আপন চিনিয়া হও না থাক নিকটে
সকল পরিচ্ছদ ছাড়ি যাই এক চোটে।
পায়ে পড়ি বিস্তর আমি করিলাম করুনে
সেবক হৈয়া থাকি ভাই তোমার চরনে।
আপন ইচ্ছায় রাজা নহি পাত্রে করিল রাজা
রাজ্য নষ্ট না করিলাম পালিনু তোমার প্রজা।
অনেক স্তব করিলাম না শুনে বচন
আমার লাগি অনেক বলিল পাত্রগন।
পায়ে পড়িয়া যত বলি বালি নাই শুনে
এথা হৈতে পালা তুই লইয়া পরানে।
বারে২ বলি তবু নাই শুনিস কথা
একটা চাপড়ের চোটে ভাঙ্গিব তোর মাতা।

বালির কোপ দেখি মোর ত্রাস হৈল মনে
পলাইয়া গেলাম আমি পাইয়া অপমানে।
এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী
বালির মনে আসা পাইলে সেইক্ষনে বধি।
এতেক বলিল সুগ্রীব বিবাদের কথন
সাবধান হৈয়া শুনেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম বলেন বালির ভয়ে বেড়াও শঙ্কিতে
কোন সাহসে থাক তুমি দেশের নিকটে।
রামের নিকট সুগ্রীব নোঙাইল মাতা
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সুগ্রীব কয় কথা।
মায়াবির কনিষ্ঠ দুন্দুভি মহিষাসুর
সহোদরের বার্ত্তা পাইয়া হইল ব্যাকুল।
আপন বিক্রমে মহিষাসুর কারে নাই গনে
সমুদ্রে হাঁকারে গিয়া যুঝিবার মনে।
সমুদ্র বলে তোমায় আমায় যুদ্ধ নাই আইসে
হিমালয় পর্ব্বতে চল রনের উদ্দেশে।
হিমালয় পর্ব্বত মহাদেবের শশুর
তার ঠাঁই গেলে তোমার দর্প হৈবে চুর।

ধনুকের গুনে যেন ঝাট বান জোটে
চক্ষুর নিমেষে গেল পর্ব্বতের নিকটে।
শূন্যে ওঝালিয়া পর্ব্বত করে ধ্যান২.
চিন্তিত হইল পর্ব্বত গুনে অনুমান।
ধ্যান করি পর্ব্বত মুনি চিন্তিল সং-সার
কার হাতে মহিষাসুর হইবে সং-হার।
পর্ব্বত বলে মহিষাসুর তুমি মহাবলী
কিষ্কিন্ধ্যায় যাহ তুমি যথা বানর বালি।
বল বুদ্ধি চুর্ন করিবে শুনহ উপদেশ
বালি রাজার মধুবনে করহ প্রবেশ।
রাজার ভোগ্য মধুবন রাজার ভাণ্ডার
মধু ভাঙ্গি মধু খাইয়া করহ সং-হার।
বালি রাজা না সহিবে মধুর অপচয়
প্রানে মারিবে তোরে বালি মহাশয়।
তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই মায়াবী মহাবলী
মায়াবীরে মারিল বানররাজ বালি।
সহোদরের বার্ত্তা পাইয়া চলিল সত্বর
হিমালয় ছাড়িয়া গেল বালি রাজার ঘর।

শব্দে উথলিল বন করে খণ্ডখণ্ড
রুষিলত বালি রাজা সংগ্রামে প্রচণ্ড।
বীরবীড়া পরে বালি কাঁকালি বেড়িয়া
দ্বিগুন ইন্দ্রের মালা গলায় দিল তুলিয়া।
স্ত্রীগন বেষ্ঠিত আইল বালি মহাশয়
তারাগন মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয়।
রুষিল মহিষাসুর বীর রক্তলোচন
স্ত্রীগনে শুনাইয়া বলে তর্জ্জন গর্জ্জন।
মধুপানে মত্ত তুমি ঘূর্ণিতলোচন
মত্ত জন মারিয়া মোর নাই প্রয়োজন।
প্রান দান দিলাম তোরে আজিকার তরে
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া কৌতুকে শৃঙ্গারে।
সুখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রত্যুষ বেহানে
বল বুদ্ধি চূর্ন করিব বধিব পরানে।
স্ত্রীগন বলি রাজা পাঠায় অন্তঃপুরে
বীরদাপ করিয়া বলে শুন মহিষাসুরে।
রনেতে পশিলে বুঝিব রনের পরিক্ষা
বালি রাজার হাতে পড়িলে তোর নাই রক্ষা।

ভয় যদি থাড়ি সাজে আছে প্রতিকার
বালি রাজার ঠাঁই কার নাহিক নিস্তার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক বীরগণ
আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিলে অবশ্য মরণ ।
ছলে প্রাণ রাখিতে চাহ কালিকার তরে
কালিকার থাকুক কায আজি পাঠাব যমঘরে ।
কুবুদ্ধি পাইল তোর আমার সনে রণ
তোর দোষ নাই তোর ললাটে লিখন ।
পলাইয়া যাহ নহে লইয়া পরাণ
আজিকার দিবস তোরে দিনু প্রাণ দান ।
কোপে মহিষাসুর বীর কাঁপে থরহর
শুনিয়া বলিছে তারে বালি বানর ।
আগে মোরে হান তোর বুঝিব বিক্রম
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেখাইব যম ।
যত তোর শক্তি থাকে তত শক্তি হান
এক দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ ।

ফুষিল দুন্দুভি মহিষ দুই শৃঙ্গ মারে
খানং করিয়া বালির অঙ্গ চিরে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল বালি তবু নাই বাধে
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে।
মহিষের বিক্রম দেখি বালি রাজা হাসে
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।
শমনদমন রাবন রাজা রাবনদমন রাম
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম।
রাম করিলেন অশ্বমেধ অনেক যতনে
অশ্বমেধের ফল হয় যে রামায়ন শুনে।

বালির সনে যুঝে মহিষ বড় চমৎকার
গাছ পাথরে বালি রাজা করে মহামার।
গাছ পাথর ফেলে বালি মহিষের ওপর
পরাভব নহে মহিষ যুঝেত বিস্তর।
দুই শৃঙ্গ বালি তার ধরিলেক রোষে
শৃঙ্গে ধরি মহিষাসুরে তুলিল আকাশে।

দুই শৃঙ্গ ধরি তারে ঘন দেয় পাক
ঘন পাকে ফিরে যেন কুমারের চাক।
পাত্তর উপর তারে মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গিল তার চুর্ণ হৈল হাড়।
পড়িলত মহিষাসুর হৈয়া অচেতন
নাথির চোটে ফেলে তারে এক যোজন।
চতুর্দ্দিগে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে স্রোতে
পর্ব্বতে মুনির গাত্র তিতিল রকতে।
মুনি বলে কোন বেটা করিল এমন
মুনির গায় রক্ত দেয় পাপিষ্ঠ এমন।
গায়ের রক্ত পাখালিয়া মুনি কৈল আচমন
পবিত্র হইয়া বলে মুনি শাপ বচন।
মহাক্রোধি করি মুনি জল নিল হাতে
বড় ক্রোধি করি মুনি শাপিল তাহাতে।
মুনি বলে হেনকর্ম্ম করিল যেই জন
এই পর্ব্বতে আইলে তার অবশ্য মরণ।
মুনির শাপ পরম্পরায় শুনিলেন বালি
দূরে হইতে মুনির পায় করিলেন শিথুলি।

দূরে হইতে মুনির পায় করে পরিহার
শঙ্কটসাগরে গোসাঞি করহ নিস্তার।
মাতঙ্গ বলে আমার শাপ নহেত খণ্ডন
এই পর্ব্বতে কভু তুমি না কর গমন।
মুনির শাপে বালি না আইসে ঋষ্যমূকে
দেশ দেশান্তর হইতে শুনে লোকমুখে।
ঋষ্যমূকে আইলে বালি হারায় পরাণ
বালিকে মুনির শাপ তেঁই আমার পরিত্রাণ।
রাম বলেন মিত্র তুমি কহিলে সকল
বালি মারি মিত্র তোমার ঘুচাইব ডর।
সুগ্রীব বলে বালি রাজা বিক্রমের সাগর
বালির বিক্রমকথা শুন রঘুবর।
প্রভাতকালে সূর্য্য যখন অরুণ উদয়
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে বালি মহাশয়।
আকাশে ওপাড়িয়া ফেলে পর্ব্বতশেখর
দুই হাতে লোফে তাহা বালি বানর।
পর্ব্বত ওপাড়িয়া বালি আকাশ ওপর ফেলে
আপনা পরিক্ষিতে বালি নিত্য লোফে বলে।

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী চক্ষের নিমিষে যায়
আজুক অন্যের কায় পবন লাগা নাই পায়।
বালি মারিতে না পার যদি একগোটা বানে
তবে বালি রাজা মোরে বধিবে পরানে।
মহাবীর বালি রাজা এতিন ভুবনে
পরাভব হয় সভে বালি রাজার রণে।
সুগ্রীবের কথা শুনি বলেন লক্ষ্মনে
কোন কর্ম্ম করিলে তোমার প্রত্যয় হয় মনে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কোথায় হেনবীর
রামের এক বানে কার রহিবে শরীর।
হেনরামের তরে তুমি না যাহ প্রতীত
কোন কর্ম্ম করিলে তুমি হও হরষিত।
সুগ্রীব বলে এই দেখ দুন্দুভির পাঁজর
পায়ে করি ফেলাইল বালি বানর।
চক্ষের লোহে সুগ্রীবের তিতিল বদন
আশ্বাস দিয়া তোলেন তারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

প্রত্যয় যদি নাহি যাও সুগ্রীব বানর
পায়ের ঠেলায় ভাঙ্গিল রাম দুন্দুভির পাঁজর।
বালি রাজা ফেলিয়াছিল এক যোজন
শতেক যোজন ফেলেন কমললোচন।
সুগ্রীব বলে মহিষাসুর ছিল রক্ত চর্ম্মে
এক যোজন বালি তারে ফেলে রণশ্রমে।
শত যোজন ফেলিলে তুমি হইল শুকান
বালি হৈতে বড় তুমি না লয় মোর মন।
শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন
বালি রাজার বিক্রম শুন করি নিবেদন।
দিগ্বিজয় করিতে যখন গেল দশানন
বালির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল রাবণ।
সন্ধ্যা করে বালি রাজা সাগরের জলে
হেনকালে রাবণ রাজা চৌদিগ নেহালে।
তর্প করে বালি রাজা রাবণ চিন্তে মনে
পিছের বাটে ধরিতে যায় রাজা দশাননে।
যুদ্ধ নাই করে বালি তপ নাই ভাঙ্গে
পাছুর বাটে রাবণেরে তড়ায় লাঙ্গুলে।

লাঙ্গুলে বান্ধিয়া ফেলে সাগরের জলে
একবার ডুবায় তারে আরবার তোলে।
এইরূপ তপ করে চারি সাগর
জল খাইয়া রাবন রাজা হইল ফাঁফর।
চারি সাগরে ডুবাইল হৈল সন্ধ্যাকাল
রাবন রাজা লেজে বান্ধা কাঁপে হামেহাল।
সন্ধ্যাকালেতে বালি চলিলেন ঘর
ডাক দিয়া রাবন বলে দাঁতে করি খড়।
তবে প্রীতি করিল বালি রাবনের সনে
জাড়িয়া দিল রাবনেরে না মারিল পরানে।
এক যুক্তি শুন তুমি কমললোচন
বালিসঙ্গে মিলন করিয়া দেহ এইক্ষন।
আমারে বড় ভাল বাসেন বালি বানর
দোঁহে মিলিয়া মারি গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বর।
আমরা দুই জনে যদি করাহ মিলন
কোন ছার পুনি তবে রাজা দশানন।
পৃথিবীর মধ্যে বালি রাজায় কেবা আঁটে
রাবনে আনিবে বালি বীরে তার জটে।

এতেক বলিল যদি সুগ্রীব বানর
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র করেন উত্তর।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি অগ্নি করি সাক্ষী
বালি রাজা মারিব আমি কার বাপে রাখি।
আমার বাক্য মিত্র কভু না-হয় খণ্ডন
বাপের সত্য পালিতে কেন আইলায় বন।
এতেক বলিলেন রাম কমললোচন
সুগ্রীবেরে ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মণ।
সাত গাছ তাল আছে একই সোসর
সাত গাছ তাল বিন্ধিব দিয়া এক শর।
সুগ্রীব বলেন তবে শুন সাবধানে
বালি রাজা বিন্ধে ইহা নখের ছেদনে।
সাত গাছ তাল দেখ একই সোসর
নখের চাপনে বিন্ধে তাহে বালি বানর।
সাত গাছ তাল যদি বিন্ধ এক শরে
তবেসে বালি রাজা তুমি জিনিবে রঘুবীরে।
হাসিল প্রভু রঘুনাথ আলো দশ দিগে
তালগাছ বিন্ধিব মিত্র কোন কার্য্যে লাগে।

চিত্রবিচিত্র বাণ কনক রচিত
তূণ হৈতে বাণ রাম কাড়েন ত্বরিত।
দৃঢ় মুষ্টি করি বাণ নিল দক্ষিণ হাতে
জুটিল রামের বাণ সাত গাছ তালেতে।
সপ্ত তাল বিন্ধিয়া রাম বাণ করিল পার
ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিন্ধি বাণ আগুসার।
এক বাণে পর্ব্বত বিন্ধে সপ্ত গাছ তাল
বজ্রাঘাত শব্দে বাণ সান্ধায় পাতাল।
রাজহংস মূর্ত্তিমান আসিবার বেলে
পুনর্ব্বার বাণ আইল শ্রীরামের কোলে।
আপন মূর্ত্তি ধরি বাণ তূণের ভিতর ঢোকে
রামের বিক্রমে সুগ্রীব হাত দিল নাকে।
সকল বানর নিল রামের পদধূলি
তুমি মারিতে পারিবে গোসাঞি হাজার বালি।
সুগ্রীব বলে তোমার বিক্রম দরশনে জানি
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসাঞি আসেছ আপনি।
তোমা হেন মিত্র মোর মিলাইল বিধাতা
তোমার প্রতাপে পাইব রাজদণ্ড ছাতা।

রাম বলেন বিক্রমে আর নাহি প্রয়োজন
বালির সদন ঝাট মোর করাহ দরশন।
দেখিলেমাত্র বালিমারি ঘুচাইব ডর
সুখে রাজ্য করিবে তোমরা সকল বানর।
সুগ্রীবেরে দিল রাম আশ্বাস বচন
সাত জন কিস্কিন্ধ্যায় করিল গমন।
রাজদ্বারের নিকট রাম বলেন ধিরে২
গাছের আড়ে লুকাইয়া থাকিব দুই বীরে।
রাজদ্বারে সুগ্রীব রাজা ছাড়ে সিংহনাদ
সিংহনাদে কুষিয়া বালি শুনিবে সংবাদ।
তোমার সঙ্গে যুদ্ধমাত্র করিবে পাতাপাতি
এক বাণে বালি মারিয়া পাড়িব শীঘ্রগতি।
বালিদ্বারে সিংহনাদ ছাড়িল গম্ভীর
ক্রোধ করি বালি রাজা হইল বাহির।
বীরবিক্রমে বালি ওত্তম চুলের ঝুঁটি
চড় চাপড় মুকুটির শুনি চটচটি।
অন্ধকার করিয়াত ফেলে গাছ পাত্তর
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ এক প্রহর।

ক্ষণে হেটে সুগ্রীব ক্ষণেক ওপরে
কিষ্কিন্ধ্যা টলমল করে দুই বীরের ভরে।
দুই সিংহে যুদ্ধ যেন ডাকে সিংহনাদ
দুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।
বান যুড়ি দেখেন রাম দুই সহোদর
বয়সে বেশে দেখেন রাম একই সোসর।
চিনিতে নারেন রাম হইল ভাবিত
কেমনে এড়িব বান পাছে মরে মিত।
বজ্রহেন মারে সুগ্রীবে চড় চাপড়
যুদ্ধ সহিতে নারে সুগ্রীব ওঠিয়া দিল রড়।
মহাবল বালি রাজা অতুল প্রতাপে
বালি রাজার যুদ্ধ সহিবে কার বাপে।
বড়২ বীর যার রণেতে সংহার
বালির যুদ্ধে সুগ্রীব বানর কোন ছার।
তথনিত সুগ্রীবের বধিত পরান
সহোদর ভাই বলি দিল অভয় দান।
রক্তে রাঙ্গা হইয়া যায় পাচু বালি যোদ্ধা
প্রাণে মারিতে চাহে বালি কিসের মর্য্যাদা।

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব পলায় ভয়ে
মুনির শাপ মনে করিয়া বালি বাহুতে।
প্রাণ লইতে না পারিলাম পলাইলি পর্ব্বতে
ঘরে যায় বালি রাজা গর্জ্জিতে।
ভাল পলাইয়া গেলি মাতা না করিলাম গুঁড়া
আমার সনে যুদ্ধে আইসে কোন হরির যুড়া।
ভাল হইল পলাইল হয় আমার ভাই
প্রাণে মারিব যদি এবার দেখা পাই।
সিংহাসনে বসি বালি দুঃখ ভাবে চিত্তে
ঘায়েতে জর্জ্জর সুগ্রীব জিয়ায় পর্ব্বতে।
রাম লক্ষ্মণ চারি বানর গেল সেইখানে
হেট মুণ্ডে আছে সুগ্রীব পাইয়া অপমানে।
মাতা তুলিয়া সুগ্রীব রামের পানে নাই চাহে
বিস্তর অনুযোগ করে রঘুনাথ সহে।
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে
কি করিত রাজ্যভোগ কি করিত রামে।
মারিতে না পারিবে আগে না বলিলে কেনে
বালির সঙ্গে তবে কেন পুরেশির রণে।

তখনি বলিলাম বালি বিষম দুর্জ্জয়
বালি মারিতে না পারিবে রাম মহাশয়।
সংসারের মধ্যে যত বড়২ বীর
বালি মারিতে পারে হেন আছে কোন বীর।
আছুক যুদ্ধের কায দরশনে ভাগে
কোন জন যুদ্ধ করে বালি রাজার আগে।
কেনবা গেলাম আমি পাইলাম অপমান
এতক্ষন থাকিলে মোর বধিত পরাণ।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত ছিল আমার পক্ষায়ু
তেঁই রক্ষা পাইলাম বালি রাজার ঠাঁই।
বালি মারিয়া দিবে মোরে করিলে আশ্বাস
আমারে ঠকাইয়া তুমি হৈলা এক পাশ।
এখন তখন মারিবে বাণ হেন মোর মনে
কোথা বাণ কোথা রাম ভাগ্যে জিলাম প্রাণে।
রাম বলেন মিতা আর না বল বিস্তর
তোমরা দুই ভাই দেখি একই সোসর।

বেশে সাহসে রূপে একই সমান
মিত্র বধের ভয়ে আমি না এড়িনাম বাণ।
চিহ্ন দিলে মিত্রা যেন রণে গেলে চিনি
বালি মারিয়া রাজ্য দিব আর রাজধানি।
এবার গেলে যেমন বারি হবে বানর বালি
অমনি মারিব তোমার দুচাইব শূলি।
রাত্রি রহিল সুগ্রীব রামের আশ্বাসে
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

রাত্রি প্রভাতে ফুল আনে নানা জাতি
সেই ফুলে মালা গাঁথে লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি।
মালা গাঁথি লক্ষ্মণ দিল সুগ্রীবের গলে
সাত বীর যাত্রা করে শুভক্ষণ বেলে।
রাজ্যলোভে সুগ্রীব সহোদর বধিতে মন
সুগ্রীব পাছু করি আগে চলিল লক্ষ্মণ।
মধ্যে শ্রীরাম যান হাতে বিনুঃশর
রামের পাছে লাগিয়া চলে পঞ্চ বানর।

শূন্যে ফেলাইয়া দিল সুগ্রীবের মালা
অন্তরীক্ষে মালা পড়ে সুগ্রীবের গলা।
মৃগ পক্ষী বনচর দেখি স্থানেস্থান
লক্ষ২ হস্তী দেখে পর্ব্বত প্রমাণ।
বনের ভিতর এক স্থানে দেখে বিলক্ষন
মুনির আশ্রম দেখে কদলীর বন।
রাম বলেন মিতা দেখি অদ্ভুত কদলী
কাহার সৃজন এই আশ্রমগুলি।
সুগ্রীব বলে তপ করিত মুনি সাত জনা
দশ হাজার বৎসর উপবাস তবে পারনা।
দশ হাজার বৎসর তপ করিল অনাহারে
সেই পুন্যে সশরীরে গেল স্বর্গপুরে।
দুই ভাই বন্দেন গিয়া আশ্রমগুল
যাহারে বন্দিলে হয় সর্ব্বত্র মঙ্গল।
আপন শপথে মিতা তুমি আজি হও পার
আমি করিব তোমার সীতার উদ্ধার।
আমার কথা মিথ্যা নহে না ভাবিহ মনে
সীতা উদ্ধারিব আমি মারিব রাবনে।

রাম বলেন পুষ্পমালায় তুমিত ভূষিত
বালি মারিয়া রাজা তোমায় করিব ত্বরিত।
দেখিলেমাত্র বালি মারিব ঘুচাইব ডর
নেওটিয়া বালি আজি না যাইবে ঘর।
সাত গাছ তাল পর্ব্বত বিন্ধে যেই বাণে
সেই বাণ স্মরিয়া মিতা নিশ্চিন্ত হও রণে।
মিথ্যা না বলিব সত্য না করিব আন
আজি বাহির হইলে বালি হারাবে পরাণ।
সিংহনাদ ছাড়ে সুগ্রীব বালির দ্বারে
আকাশ ভাঙ্গি পড়ে যেন পর্ব্বত উপরে।
রামের তেজে সুগ্রীবের বাড়িল বিক্রম
সুগ্রীবের সিংহনাদে কাঁপে ত্রিভুবন।
সিংহনাদে রুষিল বানররাজ বালি
কার বোল না শুনে যায় আগুদত্ত চুলি।
মুখখানি মেলে যেন জ্বলন্ত অগ্নিরা
চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়া চক্ষুর দুই তারা।
সত্তরি যোজন শরীর আড়ে পরিসর
তিন শত যোজন শরীর দীর্ঘল বিস্তার।

নেওল প্রমাণ হয় যখন মনে করে
আকাশ যুড়িতে পারে যখন শরীর বাড়ে।
লেজ দীর্ঘল করে বীর যোজন পঞ্চাশ
যখন লেজ ওড় করে ঠেকেত আকাশ।
তারা মহাদেবী জিল বুদ্ধেতে আগুলি
আলিঙ্গিন দিয়া রাখে বানররাজ বালি।
কোপ সম্বরহ প্রভু রণে না দেও মন
আমার কথা শুন তুমি জীবনকারণ।
বৎসরেক জিরায় সুগ্রীব এক দিনের রণে
কালি পলায় আজি আইসে বিস্ময় বড় মনে।
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যে জন যুঝিতে হাঁকারে
পণ্ডিত লোক হইলে তাহা অবশ্য বিচারে।
আপনা পামর তুমি রাগ চণ্ডাল কোপে
ভাবিতে চিন্তিতে প্রভু মোর প্রান কাঁপে।
যুদ্ধে না যাইহ প্রভু শুন মোর বানী
আজিকার যুদ্ধে তোমার ভাল নাই গনি।

কালি তোমার ঠাঁই সুগ্রীব গেল মারি খাইয়া
কোন সাহসে সে পুন যুদ্ধে আইসে ধাইয়া।
অবশ্য কাহার ঠাঁই পাইয়াছে বল
নিজে যুদ্ধা আছে গোসাঞি বুঝিনু নিশ্চল।
যুদ্ধে না যাইহ তুমি থাক অন্তঃপুরে
তাকে যুঝুক সুগ্রীব রাজা থাকিয়া বাহিরে।
সূর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম
তার পুত্র দুই ভাই লক্ষ্মন শ্রীরাম।
বাপের সত্য পালিতে হইল বনবাসী
শিরে জটা বাকল পরে দুই ভাই তপস্বী।
রাজ্য হারাইয়া তারা বেড়ায় বনে২
সুগ্রীব সহায় বুঝি করিয়াছে তার মনে।
রাজ্য হারাইয়া সুগ্রীব নানা বুদ্ধি সাজে
রাম সহায় করি বুঝি আইসে তোমার রাজ্যে।
অবশ্য সুগ্রীব বুঝি করেছে প্রতিকার
আজিকার যুদ্ধ তোমার না হয় বিচার।
ভাল মন্দ হওক সুগ্রীব তবু সহোদর
সহোদরসনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর।

জ্যেষ্ঠ হইয়া সুগ্রীবেরে পালন করিতে লাগে।
সুগ্রীবসহিত রাজ্য কর এক যোগে।
সকল বানর রাজ্য করে সুগ্রীব বঞ্চিত
সহিতে না পারে দুঃখ ভাবে বিপরীত।
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা
অহঙ্কারে না যাইহ সম্পায়ের বেলা।
আর এক কথা প্রভু করি নিবেদন
বাপের সত্য পালিতে শ্রীরাম আইল বন।
কৈকেয়ী মহাদেবী তারে দিল সত্যভার
কনিষ্ঠ ভাইকে রাম কেন দিল রাজ্যভার।
শত্রু হৈয়া যেই জন পাঠাইল বনে
তাহারে করিল রাজা কিসের কারণে।
তোমার বাপের বেটা কনিষ্ঠ সহোদর
দুই ভাই রাজ্য কর হৈয়া একত্তর।
বালি বলে তারা না ভাবিহ চন্দ্রমুখী
সুগ্রীব নাগিয়া যত বল আমি তাহে দুঃখী।
দানব মারিতে আমি পাঠাইলাম পাতালে
মুলদ্বারে রাখিলাম সুগ্রীব চণ্ডালে।

গাছ পাতর দিয়া সুগ্রীব সুলঙ্গদ্বার ঢাকে
রাজমহাদেবী হরে জাতি নাই রাখে।
তোমার বোলে সুগ্রীবে না মারিব পরানে
হাতে গলায় বান্ধে দিব তোমাবিদ্যমানে।
তারা বলে শুন রাজা করি নিবেদন
সুগ্রীবের দোষ নাই করিয়াছে পাত্রগণ।
যে রাজ্যের রাজা হয় তার হয় দেবী
মহাদেবী লয় তার পালয়ে পৃথিবী।
পাত্রগণে রাজা দিল সকলে সন্তোষ
রাজা হৈল সুগ্রীবের কিছু নাই দোষ।
তারা বলে শুন প্রভু আমার বচন
আজিকার দিন তুমি না করিহ রণ।
পৃথিবী যানিং হয় পর্ব্বত ওপাড়ে
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেব রামের বাণে পোড়ে।
হেন রাম সহায় করি সুগ্রীব রণে আইসে
সুগ্রীবের দোষ নাই আমার কর্ম্ম দোষে।
বালি বলে সত্য পালিতে রাম সকল ত্যজে
কিছু দোষ নাই রাম মারিবে কোন কাযে।

পরের বোলে রঘুনাথ অধর্ম্ম কেন করি
রামকে আমার ডর নাই শুনহ সুন্দরী।
সত্যবাদী রাম বড় সত্য ধর্ম্মে মন
সত্যের কারনে রাম আইলেন বন।
কখন রামের সনে আমার নাই বাদ
রাম কেন আসিবেন তুমি না কর বিসাদ।
কিছু দোষ নাই রাম মারিবেন কোন দোষে
পুনঃ২ কহ তুমি রাম বুঝি আইসে।
তবে যদি সুগ্রীব লইয়া আইসে রাম
তবু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম।
রুষিয়া যায় বালি রাজা সিংহগর্জ্জনে
না রহিল তারা মহাদেবির বচনে।
স্বামী প্রদক্ষিন করিয়া পড়িছে মঙ্গল
তারার চক্ষুর জল করে চলচল।
অন্তরে জানিয়া বালি কান্দিল বিস্তর
সাত শত সতিনী নিল পুরির ভিতর।
বাহির হৈয়া বালি রাজা চারি দিগ নেহালে
সুগ্রীব দেখিয়া বালি অধিক কোপে জ্বলে।

বালি সুগ্রীব দুই জনে হৈল হুড়াহুড়ি
হুড়াহুড়ি দুই জনে করে বেড়াবেড়ি।
বেড়াবেড়ি করিয়া দুই জনে জড়াজড়ি
জড়াজড়ি দুই জনে করে মারামারি।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন সমর
দুই জনে মল্লযুদ্ধ এক প্রহর।
সুগ্রীব হইতে বালির দ্বিগুণ আছে বল
এক চাপড়ে সুগ্রীবেরে করিল কাতর।
বজ্রমুষ্টি মারে সুগ্রীবের বুকে
অচেতন হৈল সুগ্রীব রক্ত উঠে মুখে।
সুগ্রীব অচেতন রাম আড়ে থাকিয়া দেখে
ঐষিক বাণ রামচন্দ্র যুড়িল ধনুকে।
ত্রাস পাইয়াছে সুগ্রীব পলাইবার মন
আড়ে থাকিয়া বাণ রাম পূরেন সন্ধান।
দশ দিগ আলো করি রামের বাণ জোটে
বজ্রাঘাত সম বাণ বালির বুকে ফুটে।
বুক বিঁধিয়া বালি করে হাহাকার
কোন জন করিল মোরে দারুণ প্রহার।

বুকে পৃষ্ঠে ভার হৈল নাড়িতে নারে পাশ
এক বানে পড়িল বালি ঘন বহে শ্বাস।
পড়িলত বালি রাজা ইন্দ্রের নন্দন
গায়ের অভরন লোটায় অঙ্গের বসন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিসাদ
রামহেন ধার্ম্মিক হৈয়া পাড়িলেন প্রমাদ।

ভূমে পড়ি বালি রাজা করে ছটফট
ধাইয়া রঘুনাথ গেলেন বালির নিকট।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে
ধাইয়া গেলেন রাম বালি রাজার পাশে।
পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি।
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে
হেন চণ্ডালে বিশ্বাস গেলাম ধার্ম্মিক জ্ঞানে।
রাজকুলে জন্মিয়া রাম ধর্ম্ম নাহি শিক্ষি
পঞ্চ নখির ভিতর আমি নহি পঞ্চ নখী।

শশারু গাণ্ডার কূর্ম্ম আর শল্লকী গোধা
এই পঞ্চ নখী মারিতে কিছু নাই বাধা।
নর বানর আর কিন্নর কুম্ভীর
এই পঞ্চ নখী রাম ভক্ষ্যের বাহির।
আমার চর্ম্মেতে তুমি না করিবে বৈশন
আমার মাংস তুমি না করিবে ভক্ষণ।
নির্দ্দোষ বানর আমি মারিলে কোন কার্য্যে
তুমিহেন রাজা হৈলে সুখ নাই রাজ্যে।
কোন দেশ লুটিলাম পোড়াইলাম কোন দেশ
কোন দোষে করিলে তুমি মোর পরমায়ুঃশেষ।
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে
ধার্ম্মিক রাম তোমায় সর্ব্ব লোকে ঘোষে।
আমি বিশ্বাস করিলাম তোমাহেন চণ্ডালে
তপস্বির বেশ ধরি বেড়াও বনস্থলে।
তপস্বী নহিস তুই বড় অনাচার
এবে কূপ ঢাকিলে পথ করিব বিচার।
কূপ ঢাকিয়া রাখি পড়িলে সে জানি
সর্ব্ব লোকে বলে রাম তুমি বড় গুণী।

সকল লোক বলে তোমায় ধর্ম্মের আঁচার
তোমার বাড়া অধার্ম্মিক নাহিক সংসার।
ভাইভাই দ্বন্দ্ব করি মোরা তুমি হও সাক্ষী
আমারে মারিয়া রাম কেমনে হৈলে সুখী।
কোথাও না দেখি এমন কোথাও না শুনি
অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অন্যে হানাহানি।
দেখাদেখি মোর সমুখে এড়িতে যদি বাণ
একটা চাপড়ে তোমার করিতাম পরাণ।
শুনেছ লোকের মুখে আমি যেমন বীর
আমার সনে যুদ্ধে কতক্ষণ হৈতে স্থির।
সুগ্রীব আমার বাদী এই মনে আইসে
তোমাসঙ্গে বিবাদ নাই মারিলে কোন দোষে।
যাতা তুলি লোক আগে দাণ্ডাবে কোন লাজে
অদেখা যুদ্ধে মারিলায় আমি বানররাজে।
দশরথ রাজা ছিল ধর্ম্ম অবতার
তার পুত্র হইয়া হৈলে কুলের আঁধার।

মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে ছিল মন
তার পুত্র তুমিত না হইবে কদাচন।
ধর্ম্ম নাই জান তপস্বী হৈলে বাপের গৌরবে
তেঁই আমি মিশাইলে পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে।
পাপীং মিলিলে হয় পাপের যন্ত্রণা
আমের সহিত যুদ্ধ আমে দেয় হানা।
বানর হৈতে কার্য্য হৈবে যদি করিলে মনে
আগে আসি মোর তরে না কহিলে কেনে।
এক লাফ দিয়া আমি সাগর হৈতাম পার
রাবণ মারিয়া করিতাম সীতার ওদ্ধার।
বিনি অপরাধে কেন মোরে দিলে হানা
কোন জার মন্ত্রির সহ করিলে মন্ত্রণা।
কত শত মহাবীরে করিলাম সংহার
ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরির মধ্যে রাবণ কোন জার।
আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল লঙ্কেশ্বর
লেজে বান্ধি ডুবাইল এচারি সাগর।
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় আসে
আমার পায়ে পড়ি রাবণ উঠিল আকাশে।

এমন করিতে না পারিবে সুগ্রীব বলে কয়
অনেক দিনে করিবে সাগর বন্ধন।
দুই কটকে যুদ্ধ করিয়া পড়িবে অপার
তত দিনে হৈবে সীতার অস্থি চর্ম্ম সার।
আনিয়া দিতাম রাবনের গলে দিয়া দড়ি
হস্ট পুষ্ট আনিতাম সীতা সুন্দরী।
রঘুবংশে দশরথ ত্রিভুবনে খ্যাতি
তার পুত্রে অপবাদ পাপে দিলে মতি।
ভাবিয়া দেখহ রাম আপনার মনে
অদোষায় তুমি মোর বধিলে পরানে।
রাবন নিলেক সীতা সৃষ্টি মজালে মোর
সত্য পালিতে আসি তুমি যুদ্ধে হৈলে চোর।
বিস্তর ভৎসিল রামে বানররাজ বালি
কীর্ত্তিবাস ভনে নিবর্বন্ধদোষ কেন পাড় গালি।

রাম বলেন বানর তুমি হও নীচ জাতি
চপল বানর জাতি তোমার সংহতি।